রূপ দাস

চৌহদ্দি

আমি ছায়ার চৌহদ্দি পেরিয়ে
যেতে চাই আলোর বারান্দায়।
দু'হাতে সরাতে থাকি ধূসর পালক
তবু ধীরে ধীরে ঢুকে যাই
অন্ধকার সমুদ্রের ঘন কুয়াশায়।
সে বিস্তৃতি সন্তরণ অসম্ভব জেনে
একাকী অপেক্ষা করি কয়েকপ্রহর।

সবিস্ময়ে দেখি, আগুন-মশাল হাতে
নৃত্যরত বেশ কিছু ভৌতিক মুখ
নির্জন প্রেক্ষাপট দাপিয়ে বেড়ায়
ঢেউ দোলা কালো জলে জোয়ারের আয়ুষ্কাল
কত দীর্ঘ হতে পারে, বুঝতে পারি না।

জ্যোৎস্না থাকে ভিনগ্রহে
ধ্যানমগ্ন বসে থাকি আমি।
বহুক্ষণ পরে রোদের উত্তাপ লাগে আদুল শরীরে
আমাকে ভ্রুকুটি হানে, আকাশের আয়ুষ্মান ঘড়ি
বুঝে ফেলি, লবণাক্ত নদী জলে ডুবে যাচ্ছি আমি।

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন কথা

১.
ভেবেছিলাম একা ঘুরতে ঘুরতে অন্য কোনও
নতুন দৃশ্যের সঙ্গে আমার দেখা হবে
কিন্তু তেমন কোনও সম্ভাবনাও
আমি দেখতে পেলাম না
অবাক হলাম
পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া এস নাইন চলে যেতে
জানালায় কার আহ্বানের আঙুল আমায় ডাকছিল

২.
ওই যে দেখছ দূরের ছায়া
চলো ওখানে গিয়ে ওই ছায়ার নীচে
একবার বসি
যেমন অনেক বছর আগে
এভাবেই কতদিন বসেছিলাম

পাশের বাড়ির ছাদে
একটা ঘুড়ি লাট খেতে খেতে
এসে পড়ল
ঘুড়ির গায়ে লেখা কথাটা চোখে আটকে গেল
মঞ্জুলিকাকে আমি ভালোবাসি

অরুণকুমার চক্রবর্তী

শূন্যতার বাঁধন

দাম্পত্যেও একটা অন্য হাওয়া
বয়ে যায়..... যদি বলি ধর্ষণের হাওয়া;
হড়কা বা ঝট্‌কার মতোন হাওয়া
ঘুরতে ঘুরতে, বদ্ধ ঘরে, ঘরের শিলিং
ছুঁয়ে, ব্লেড, বা বাথরুমের অ্যাসিডের শিশি,
ছুঁয়ে উন্মুক্ত রেলপথ ছুঁয়ে, ঠিক কোন
দিকে যাবে, উপলব্ধি করতে করতে
যদি ফিরে আসে, তবে তো মিটে গেল,
যদি না মেটে, তবে সম্পর্কের মাঝখান
মা কালীর কাতান্ সক্রিয় হোয়ে
উঠলে, আমাদের একটি শূন্যতা
আমাদের তুমুল বেঁধে ফেলবে